পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শুভ জন্মদিন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে জাতির পিতার জন্মদিন পালন উপলক্ষে ওয়াপদা ভবনে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। এ সময় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ, এম, আমিনুল হক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবগণ, বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণসহ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে উপস্থিত সকলে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন। পরে বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। জন্মদিন পালন উপলক্ষ্যে ওয়াপদা ভবন মিলনায়তনেও এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন। আমাদের এখন তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পানি ভবন উদ্বোধন

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নবনির্মিত পানি ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

১ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সে গণভবন থেকে নবনির্মিত পানি ভবন উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বৈশ্বিক মহামারি করোনা সংকটের মাঝেও পানি ভবনের কাজ সম্পন্নের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পানি সম্পদ নিয়ে ভাবনা- সচেতনতার কথা ব্যক্ত করেন। জল ও জলাধার বিদ্যমান থাকার উপর গুরুত্ব নিয়েও আলোকপাত করেন।

পানি ভবনের মাল্টিপার্পাস হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, দুর্যোগ ব্যবস্থানপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: এনামুর রহমান, পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ, কে, এম এনামুল হক শামীম, সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ, এম, আমিনুল হক ছাড়াও Sustainable Development Gual মুখ্য সমন্বয়ক জুয়েনা আজিজ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যসহ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের প্রধানগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

নদী ভাঙ্গন পরিদর্শনে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

ঢাকা সার্কুলার নৌপথ পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক স্পিডবোর্ডযোগে ঢাকার চারপাশের নদীগুলোসহ (তুরাগ, বুড়িগঙ্গা, টঙ্গী খাল, বালু, শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী) ঢাকার সার্কুলার নৌপথ পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি ঢাকা শহরের পূর্বাংশে ২০ হাজার ৭৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত টঙ্গী থেকে ডেমরা পর্যন্ত ইস্টার্ণ বাইপাস প্রকল্পের বাঁধ কাম রাস্তা ও রেললাইনের এলাইনমেন্ট এবং আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, ডিএনডি প্রকল্পের পাম্প স্টেশনসহ ঢাকা শহরের পশ্চিমাংশে বাস্তবায়িত 'ঢাকা শহরের সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ' প্রকল্পের ফ্লাডওয়াল, বাঁধ ও বিভিন্ন সংযোগ খালের সর্বশেষ অবস্থা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ,এম, আমিনুল হক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদুল ইসলাম কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী আব্দুল মতিন সরকার সহ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির জনকের সমাধিতে পানি সম্পদ উপমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন

জাতির পিতার সমাধীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ,কে,এম এনামুল হক শামীম

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ,কে,এম এনামুল হক শামীম গোপালগঞ্জে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ই আগস্ট সকল শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন। পরে উপমন্ত্রী গোপালগঞ্জে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ফরিদপুরের প্রধান প্রকৌশলী এ.কে.এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী (বর্তমানে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল হেকিম (বর্তমানে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ফরিদপুর) সহ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

নড়িয়ায় পদ্মা নদীর ভাঙ্গন পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ,কে,এম এনামুল হক শামীম

নড়িয়ায় বাধ রক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ,কে,এম এনামুল হক শামীম

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

১৫ জুলাই, ২০২০ তারিখ পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ,কে,এম, এনামুল হক শামীম নড়িয়ায় পদ্মা নদীর ভাঙ্গন থেকে এলাকার বাধ রক্ষায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নদী ভাঙ্গন রক্ষায় করোনাকালেও বিশাল কর্মযজ্ঞ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন নদী রক্ষায় বোর্ডের প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়েছে এর ফলে বাংলাদেশের অনেক শহর-বন্দর গ্রাম রক্ষা পেয়েছে। সৃষ্টিশীল কাজের উদ্যোক্তা বোর্ডের বিজ্ঞ প্রকৌশলীদের নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দেশের নদী ভাঙ্গন রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। উপমন্ত্রী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পটির কাজ শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় অতিরিক্ত মহাপরিচালক পশ্চিম রিজিয়ন মো: হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পূর্ব রিজিয়ন কাজী তোফায়েল হোসেন, ফরিদপুরের প্রধান প্রকৌশলী এ.কে.এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী (বর্তমানে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল হেকিম (বর্তমানে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ফরিদ-পুর) সহ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্য ইলিয়ট ব্রিজ সংলগ্ন কাটাখালি খালের পাড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের চারা রোপন করে মুজিব বর্ষ বৃক্ষরোপণ ২০২০ এর বৃক্ষরোপনের সূচনা করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার।

এ সময় তিনি বলেন ৬৪ জেলার ছোট নদী খাল জলাশয় খনন-পুনঃখনন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের কাটাখালি খালের উভয় পাড়ে নির্ধারিত স্থানে ধারাবাহিক ভাবে বৃক্ষরোপন কার্যক্রম চলমান থাকবে।

তিনি সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় গাছগুলি রক্ষা, অবৈধ দখল রোধ, উচ্ছেদ অভিযান, খালের সোপে বাসাবাড়ির সুয়ারেজ ও পানির লাইন বন্ধ করা, খালে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং করোনা সচেতনতাসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

সিরাজগঞ্জে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রাণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার

বাপাউবো'র মহাপরিচালকের পূর্বাঞ্চল পরিদর্শন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

২৮ আগস্ট, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ,এম, আমিনুল হক বোর্ডের পূর্বাঞ্চলের ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইলের মাঠ পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও বেগবান করার আহ্বান জানান। তিনি প্রকৌশলীদের নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। জামালপুরে তিনি যমুনা নদীর ভাঙন রক্ষায় নদী রক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে টাঙ্গাইলে যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নদীরক্ষা কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন।

তিনি প্রকল্পগুলো নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া মুজিব বর্ষ উপলক্ষে তিনি ময়মনসিংহ, জামালপুর ও টাঙ্গাইলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এসময় কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী আবদুল মতিন সরকার, টাঙ্গাইলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ শাহজাহান সিরাজ সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগন উপস্থিত ছিলেন।

নদী রক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন মহাপরিচালক এ.এম আমিনুল হক

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) এর পশ্চিমাঞ্চল পরিদর্শন

বৃক্ষরোপন করছেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক পশ্চিম রিজিয়ন মোঃ হাবিবুর রহমান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

২২ আগস্ট, ২০২০ তারিখ অতিরিক্ত মহাপরিচালক পশ্চিম রিজিয়ন মোঃ হাবিবুর রহমান কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও ফরিদপুর অঞ্চলের বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বোর্ডের কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আহ্বান জানান। তিনি মুজিববর্ষ উপলক্ষে কুষ্টিয়ার আমলায়, মেহেরপুরে মাগুরায় এবং ফরিদপুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ছাড়াও মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। এ সময় ফরিদপুরের প্রধান প্রকৌশলী একেএম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী (বর্তমানে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা), কুষ্টিয়ার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মনিরুজ্জামান, ফরিদপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল হেকিম (বর্তমানে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীসহ), ফরিদপুর জোনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগন উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলারের বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত

আলোচনা সভায় মহাপরিচালক এ,এম, আমিনুল হক ও মার্কিন রাষ্ট্রদুত আর্ল আর মিলার

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

৪ আগস্ট, ২০২০ তারিখ বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া, বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস প্রেরণের কার্যকর ভূমিকা সমূহ পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। বোর্ডের মহাপরিচালক এ.এম. আমিনুল হক বন্যা পূর্বাভাস প্রদানের ফলে দেশের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস হওয়ার বিষয় তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ৩৫ শতাংশ মানুষ বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাস ঝুঁকিতে থাকে। তাদেরকে বন্যা পূর্বাভাস এর সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার ফলে তারা নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পারে এবং বন্যা পূর্বাভাস এর ফলে দেশের হাওড়াঞ্চলের কৃষিকাজের নির্ভরযোগ্য ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়। এ সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিলার বন্যা পূর্বাভাস এর ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ, প্রধান প্রকৌশলীগণসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নতুন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা)

এ, কে, এম, ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

প্রকৌশলী এ কে এম ওয়াহেদ উদ্দিন চৌধুরী ২২ অক্টোবার, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) পদে যোগদান করেছেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি প্রধান প্রকৌশলী, পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুরে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে বি.এস.সি. ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করেন। দীর্ঘ চাকুরী জীবনে তিনি বাপাউবো'র নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প, ডিজাইন, পরিকল্পনা, মনিটরিং, হাইড্রোলজি এবং বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের দপ্তরে দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ চাকুরীকালীন সময়ে জাপান, থাইল্যান্ড, ইটালি, মরোক্ক, ফ্রান্সসহ তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে ঢাকা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন

২০২০ সালের উত্তরাঞ্চলের মৌসুমী বন্যা পূর্বাভাসে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের সফলতা

মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া (নির্বাহী প্রকৌশলী), মোঃ সাজ্জাদ হোসেন (নির্বাহী প্রকৌশলী), উদয় রায়হান (উপবিভাগীয় প্রকৌশলী)
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

বন্যা বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা প্রতি বছরই হয়ে থাকে এবং বন্যা প্রবন এলাকার মানুষ এমন দুর্যোগের সাথে অনেকাংশেই খাপ খেয়ে চলতে অভ্যস্ত। বর্তমান বন্যা ব্যবস্থাপনার কাজে অতি পরিচিত বাঁধ বা অন্যান্য প্রকৌশল প্রযুক্তির সমান্তরালে আগাম পূর্বাভাস সমভাবে গুরুত্ব পেয়ে আসছে। দক্ষিণ-পশ্চিম (South-West) মৌসুমী বায়ুর (Monsoon) প্রভাবে বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রতি বছর জুনের শেষ হতে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বন্যার আশংকা থাকে এবং তা একটি বাৎসরিক চক্র (Annualcycle) অনুসরণ করলেও এর সঠিক পূর্বাভাস এক হতে দুই সপ্তাহ আগে প্রদান করা অনেক সময় সহজসাধ্য হয়ে উঠে না। তার প্রধান কারণ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার বিশাল অংশে বৃষ্টিপাতের সময় (temporal) ও স্থানের (spatial) মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে, বর্তমানে আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানে উচ্চ ক্ষমতা (high computational) সম্পন্ন গাণিতিক মডেল ব্যবহৃত হওয়ায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস সঠিকভাবে অন্তত দুই সপ্তাহ আগে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ১৯৭২ সাল হতে অবকাঠামোগত বন্যা ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থাপনা করে আসছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সময়ের সাথে বন্যাপূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র যুগোপযোগী প্রযুক্তি গ্রহণ করার মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে সফলতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ২০২০ সালে বৈশ্বিক মহামারী করোনার দুর্যোগকালীন মৌসুমী বন্যা সংক্রান্ত পূর্বাভাস অন্তত ১০ দিন পূর্বে সঠিকভাবে প্রদানে জাতীয়ভাবে বন্যা ব্যবস্থাপনায় পূর্বাভাসভিত্তিক প্রস্তুতিতে বিশেষ গুরুত্ব রেখেছে।

এ বছরে বাৎসরিক মৌসুমী বায়ু ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অগ্রসর হওয়ার পূর্বে মে মাসের শেষ সপ্তাহে (ঘূর্নিঝড় আম্পান পরবর্তী) বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও আসাম অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়, যার প্রভাবে মে মাসের শেষ হতে জুনের প্রথম সপ্তাহে যমুনা নদীর বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে পানি সমতল বিগত বছরের তুলনায় কিছুটা উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। পরবর্তীতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জুন মাসের ১৯ তারিখ হতে ২৬ তারিখ পর্যন্ত ভারী হতে অতিভারী বৃষ্টিপাত পুনরায় মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় সংঘটিত হয়ে জুনের ২৬ তারিখ বিকেল হতে যমুনা নদীর বাহাদুরাবাদ পয়েন্ট বিপদসীমা অতিক্রম করে জুলাইয়ের ৬ তারিখ পর্যন্ত চলতে থাকে। এ বছরের বন্যার উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো বন্যার একটি পর্যায় শেষ না হতে পরবর্তী পর্যায়ে বন্যার আশংকা দেখা দেয়। অর্থ্যাৎ ৬ জুলাইয়ের পূর্বেই আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি বৃষ্টির পূর্বাভাস হতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে ১১ জুলাই হতে যমুনা নদী দ্বিতীয় বারের মতো বন্যায় আক্রান্ত হতে যাচ্ছে। এ হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে আগাম পূর্বাভাস প্রদানে পূর্বাভাস প্রদানকারী দপ্তরকে কতটুকু চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হতে হয়। ২য় দফার বন্যার শুরুতে যমুনা নদীর গাইবান্ধার ফুলছড়িতে ১১ জুলাই পানি সমতল বিপদসীমা অতিক্রম করে। পরপর দুই দফা বন্যাতে স্থানভেদে ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত যমুনা নদীর গেজগুলোতে পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। একটি বন্যা তখনই দীর্ঘায়িত হয় যখন চলমান বন্যার সময়ে আরো একটি বা একাধিক ভারী বৃষ্টিপাতের সময়কাল (৩ থেকে ৫ দিন হতে পারে) সমলয়ন হয় (synchronization), যেমনটি হয়েছিল ১৯৯৮ এর দীর্ঘ মেয়াদী বন্যার ক্ষেত্রে। এবারের দ্বিতীয় দফা বন্যাকালীন অর্থাৎ "২২ জুলাই হতে ২৬ জুলাই এর বৃষ্টিপাতের কালে" এরকম একটি অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

২০২০ সালের বন্যার পূর্বাভাসের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের গাণিতিক মডেল এবং মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী বন্যার পূর্বাভাস হতে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই প্রতীয়মান হয় যে, জুন মাসের শেষ সপ্তাহে দেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যার আশংকা।পরবর্তীতে, ১৯ জুন বা তার কাছাকছি সময়ে বন্যার সম্ভবনা আরো স্পষ্ট হতে থাকে এবং বন্যার পূর্বাভাস গণমাধ্যম, দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট সংস্থা, পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়। অনুরুপভাবে, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে বন্যা চলাকালীন দ্বিতীয় দফা বন্যার পূর্বাভাস প্রদান করা হয়। ২০২০ সালের বন্যা পূর্বাভাস প্রদানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়টি হলো; অগাষ্টের প্রথম সপ্তাহে বন্যা স্বাভাবিক হওয়ার সাথে সাথে দীর্ঘমেয়াদীভাবে পূর্বাভাসে জানানো হয় যে, "এ মৌসুমে আর বন্যা হওয়ার সম্ভবনা নেই"।

বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০২০ সালের বন্যার পূর্বাভাস দেশে বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। যেমন-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়সহ আন্তর্জাতিক সংস্থা WFP, FAO ও UNFPA দেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যা পূর্বাভাসের ভিত্তিতে বন্যা শুরু হওয়ায় আগেই humanitarian কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। Forecast Base Action নামে পরিচিত অর্থ্যাৎ বন্যা শুরু হওয়ার পূর্বেই মানুষের প্রস্তুতি গ্রহনের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা কার্যক্রম যেমন নগদ অর্থ বিতরণের কার্যক্রম ২০২০ সালের বন্যায় প্রত্যক্ষ করা গেছে। FFWC বিভিন্ন দেশি বিদেশি সংস্থার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। যেমনঃ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে (UW) যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের বোরোধান রক্ষার্থে ৩-৫ দিন মেয়াদী আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস এবং গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকায় ১৫ দিন মেয়াদী প্রবাহ পূর্বাভাসের গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও RIMES, NASA, ECMWF, WMO, ICIMOD ইত্যাদি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাসের গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের ২০৩০ এবং ২০৪১ সালের ভিশন ও লক্ষ্য সামনে রেখে বন্যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হতে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বন্যা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ও নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে অত্র দপ্তরের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনসংযোগ পরিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক মোঃ আবুল কাশেম খান ৮ আগস্ট ২০২০ তারিখ ঢাকায় রূপনগর আবাসিক এলাকায় নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যাসহ অনেক গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা তিনি যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের ভাঙ্গন রোধে আধুনিক পরিবেশবান্ধব এবং পর্যটক বান্ধব সমুদ্র সৈকত বিনির্মাণে বাপাউবো'র প্রকল্প।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত বিনির্মানে বাপাউবো'র প্রকল্প পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, কবির বিন আনোয়ার, কক্সবাজার জেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের তীর ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শনকালে সমুদ্রতীর ও তীরবর্তী স্থানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত ঝাউবন রক্ষার্থে জরুরী ভিত্তিতে বালু ভর্তি জিও টিউবের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ারকে সমুদ্র সৈকত রক্ষা ও আধুনিক, পরিবেশবান্ধব এবং পর্যটকবান্ধব সমুদ্র সৈকত বিনির্মাণে চলমান সম্ভাব্যতা সমীক্ষার বিষয়ে অবহিত করেন।

সিনিয়র সচিব বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত Delta Plan-2100 এর ব-দ্বীপ পরিকল্পনার আওতায় কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের ভাঙ্গনরোধে প্রতিরক্ষা কাজ, Multipurpose-Dyke পর্যটকদের সুবিধার্থে ওয়ার্কওয়ে, সাইকেলওয়ে, বসার জায়গা, আধুনিক ওয়াশরুম, লকাররুম ইত্যাদি সুবিধাদি সম্পন্ন আধুনিক কক্সবাজার সৈকত বিনির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে দেশি ও বিদেশি ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকগণ আধুনিকমানের ও পরিবেশবান্ধব সমুদ্র সৈকতের সুযোগ সুবিধা পাবে। তারপর সিনিয়র সচিব কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অগ্রাধিকারভূক্ত প্রকল্প "আশ্রয়ন-২" পরিদর্শন করেন। "আশ্রয়ন-২" প্রকল্প এলাকায় বাপাউবো কর্তৃক ২১২ একর ভূমি ভরাট, ৪.৮৮৭ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ, ২টি রেগুলেটর, ৩টি ব্রীজনির্মাণ, ২টি খাল খনন এবং সৌন্দর্য বর্ধনের অঙ্গ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সিনিয়র সচিব প্রকল্পের চলমান কাজ পরিদর্শন করেন এবং মান নিয়ন্ত্রণ করে নির্ধারিত সময়ে কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

এসময় সিনিয়র সচিব প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বাধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে চলমান বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর আওতায় বৃক্ষরোপন করেন।

এসময় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলী, অখিল বিশ্বাস, কক্সবাজার প ও র সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মোঃ রুহুল আমিন, কক্সবাজার প ও র বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রবীর কুমার গোস্বামী, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাপাউবো কর্তৃক জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ

পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে নিরবতা পালন করছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও উপমন্ত্রী এ,কে,এম এনামুল হক শামীম

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক

১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পানি ভবনে নির্মিত প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ,কে,এম, এনামুল হক শামীম। এসময় পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব করিব বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ এম আমিনুল হক, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ, মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ পুষ্পার্ঘ অর্পণে অংশগ্রহণ করেন। পরে তারা এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন। জাতির পিতার শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে পানি ভবনের মাল্টিপারপাস হলে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া মাহফিলে ৭৫ এর ১৫ আগস্টের সকল শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ,কে,এম, এনামুল হক শামীম, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব করিব বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এ এম আমিনুল হক, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবগণ, বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ, বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলীগণসহ, সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

পরে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ,কে,এম এনামুল হক শামীম পানি ভবন প্রাঙ্গণে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ গ্রহন করেন।

জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মুন্সী এনামুল হক, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

নির্বাহী সম্পাদক : সামীমা আক্তার, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক : শামীম আরা ভূঞা ও তাবিবুর রহমান বিপু, সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

চিত্র গ্রহণ: মো: মনিরুজ্জামান, ফটোগ্রাফার, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd